











মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ

বালগঙ্গাধর

# তিলকের তিরোভার ।



শ্রী(কীরোদ)চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ষষ্টি  
নির্বাচিত ও প্রকাশিত ।



ভাষা-পরিষৎ লিমিটেড,

পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা ।

২৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

কলিকাতা ।

সংস্ক ১৩২৭ মূল্য ৮/১০ আনা ।





পরলোকগত বাল-গঙ্গাধর তিলক ।







## তিলকের তিরোত্তর ।



হে মহাসমাধি-মগ্ন-শান্ত-মহাপ্রাণ,  
হে গুরু-গম্ভীর-ধীর-স্থির-মতিমান,  
মহাতেজগর্ভ-সিপ্র, দুর্জয় ব্রাহ্মণ,  
হে ভূদেব, বর্গশ্রেষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ,  
হে দ্বিজ, হে মুক্ত, শুদ্ধ, ভক্ত, শ্রেষ্ঠ বীর,  
দেশাত্ম-সাধন-সিদ্ধ-সাধক-গম্ভীর,  
হে দেশাত্ম-বোধ-দীপ্ত, প্রবুদ্ধ প্রধান,  
হে জননায়ক, বাগ্মী, বরিষ্ঠ, বিদ্বান,  
লোকমাত্রে হে তিলক, ভারত-নায়ক,  
হে অপূর্ণ মনোরথ, উৎকট সাধক,  
রে হতাশ মহাপ্রাণ, হায় কোথা যাও,  
চিতাত্ম উড়াইয়া হইলে উধাও ।

বলে যাও, রাষ্ট্রবিদ্ব কুটীল ব্রাহ্মণ,  
 মন্ত্রভেদ ভয়ে ভীত হও কি কারণ ?  
 কোন যজ্ঞে, কিবা মন্ত্রে, আত্মবিসর্জন,  
 কোন দেশে, কিবা বেশে, তব অভিযান ?  
 কোন রণজয়ে, বিপ্র, করিলে প্রস্থান ?

সে দেশে নাহি কি দ্বেষ-ভেদ-দ্বন্দ্ব-রণ,  
 নাহি কি সে দেশে কভু সাধুর পীড়ন ?  
 নাহি কি সে দেশে পশু, তীব্র কশাঘাতে  
 ছিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠবংশ, দ্রুতরক্ত-পাতে  
 ভাসে কি ধরিত্রী-বক্ষ, ভাসে কি তথায় ?  
 মানুষ গলে না ! হায়, গিরি গলে যায় ।  
 নাহি কি জনতা-শ্রোত, সে পুরীর পথে ?  
 অন্ধ-খঞ্জ-কুঞ্জ-নুজ ছুটে তার সাথে !  
 কে কাহারে দলে যায়, দেখে না চাহিয়া,  
 স্বার্থান্ধজনতা দ্রুত চলিছে ছুটীয়া !  
 ‘দেহি’ ‘দেহি’ আর্তনাদ বর্ষরের সাথে,  
 ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভেদি’ উঠে শূন্যপথে,  
 কে শুনে সে হাহাকার, কে করে বিচার,  
 শশব্যস্ত বিশ্ব অন্ধ, স্বার্থে আপনার ।

নহে কি সে দেশ মত্ত ঐশ্বর্য বিকারে,  
 মানুষ মায়ে কি বুকে ছুরি মানুষেরে ?  
 নাকি কি মানুষ তথা,—এমন মানুষ  
 জনস্থল অন্তরীক্ষে ছড়ায় কলুষ—  
 যেমন আমরা করি, তাপে পুড়ে মরি,  
 ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি দ্বন্দ্ব মারামারি !!

এমন পিশাচ কেহ আছে কি তথায়,  
 ভায়ের রুধিরে পুষ্ট, বিলাসে লুটায় ?  
 নিজে করে পরিধান মহার্ঘ বসন,  
 শীতাতপ আর্তদঙ্ক সহোদরগণ,  
 নগ্নদেহে শতখণ্ড বিশীর্ণ বসন,  
 জীর্ণকস্থা আবরণ; কিষ্কা, অনশন !!  
 কা'রো ভিক্ষা-পর্যটন উচ্ছিষ্ট-ভোজন,  
 স্বর্ণথালে কা'রো অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ;  
 সবল যে, বাবে ভাত, মরিবে দুর্বল,  
 বাঁচিবে প্রবল, নতু, জনম বিফল !  
 এমন যে দেশ, দুঃখে ছাড়িয়া কোথায়,  
 যাও মহাপ্রাণ ? সঙ্গে নিবে কি আশ্রয় ?

যাইব যাইব আমি, তোমার সে দেশে,  
 যে দেশে ছুটেছ তুমি, দীপ্তশুভ্রবেশে।  
 নাহি যেথা নির্যাতন, দুর্বল-দলন,  
 'হা অন্ন হা' হাহাকার অকাল-মরণ !  
 যে দেশে নাহি গো জন্ম মৃত্যু-কারাগার,  
 নাহি মিথ্যা, ভয়, দ্রোহ, দুঃখ পারাবার !  
 নাহি গো যে দেশে ছবি, অস্থি-চন্দ্র-সার,  
 নাহি যেথা রাশি রাশি ঐশ্বর্য-বিকার,  
 দরিদ্রে দলিয়া চলে, ঘৃণায় হেলায়,  
 হেসে খেলে চলে যায়, ফিরে নাহি চায়।

যে দেশে এমন রীতি, সে দেশে না রব,  
 যে দেশে সে ভালবাসে, সেই দেশে যাব ;  
 দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি হয়ে গেলে পার,  
 কুলে মহামরু হেথা, সম্মুখে পাথার,  
 সাথী সঙ্গে কেহ নাই, জানি না সাঁতার,  
 ফিরাইয়া আন তরী, ওহে কর্ণধার,  
 ফিরাইয়া আন, আন,—করে নেও পার।  
 রবি ডুবে যায় ওই সম্মুখে আঁধার।



হে ভদ্র, হে বীর, আৰ্য্য,                    দেশ ধর্ম তব কার্য্য,  
ভুলে কেন সৈকত শয্যায় ।

জাগো, জাগো মহাপ্রাণ,                    আর কে করিবে দান,  
ভূমি বিনা জীবন হেলায় ।

পুণ্য লোক-হিতে দেহ,                    হেলায় ডারিলে ইহ,  
সে ইন্ধন জগত-পাবন ।

তা'র পুত ভস্মরাশি,                    আয়রে ভারতবাসি,  
শিরে করি, করিরে বহন ।

নাচরে সাগর বারি,                    সেই রেণু শিরে ধরি,  
ছুটরে পবন দিগন্তর ।

সেই চিতা-ধূম-গন্ধ,                    পেয়ে যাক ভববন্ধ,  
এই চাহে ব্যাকুল অন্তর ।

দেখিতে দেখিতে চিতা সজ্জিত হইল ।

অগুরুচন্দন ধূপ তাহে মিশাইল ।

লক্ষ অশ্রুজলে স্নান,                    সহ লক্ষ লক্ষ প্রাণ,  
মহাপ্রাণ উঠিলা চিতায় !

পাবক গরজি রোষে,                    সেই দিব্য দেহ গ্রাসে  
লক্ষ প্রাণ করে হায়, হায় !!

বাজিল জীমূত-মন্ড্রে মহাশূন্য পথে,  
 প্রলয় বিষণ্ণ যেন পিনাকির হাতে ।  
 পর-রাষ্ট্র-তন্ত্র-ভেদী অদ্ভুত প্রতিভা,  
 দীপ্ত দিবাকর সম গগনের শোভা,  
 লুপ্ত হ'ল ভারতের গগন হইতে,  
 খসিয়া নক্ষত্র-পতি পড়িল ভূমিতে ।  
 ঋবলোক ভ্রষ্ট হ'ল চিরস্থির পথ,  
 লক্ষ লক্ষ উল্কাপাতে উছলে জগৎ ।  
 আমরা হইতে যেন হ'ল ইন্দ্রপাত,  
 সহসা ভারত-বক্ষে একি বজ্রাঘাত !  
 অকস্মাৎ হাহাকার উঠিল আকাশে,  
 অকস্মাৎ ক্ষুর সিদ্ধ গরজিয়া আসে,  
 অকস্মাৎ চিতাধূম উঠিল গগনে,  
 অকস্মাৎ রক্ত-সন্ধ্যা চক্রবাল কোণে,  
 কঙ্কাক্ষুর প্রলয়ের তরঙ্গ উদ্ভাল,  
 দেখিয়া আকুল-পাখী ছাড়িল উড়াল ;  
 ফেলিয়া সাধের দেহ সাগরের কূলে,  
 ভাঙ্গিয়া খেলার ঘর লৈকত-সলিলে,  
 কর্মরাস্ত্র কূলেবর ভয়ে করি শেষ,  
 কাহার উদ্দেশে কোথা হলে নিরুদ্ধেশ





তা'র কলনাদ শুনি, গলে রসে সর্ব প্রাণী,  
সেই ধ্বনি আনন্দের খনি ।

সে দর্শনে, সে শ্রবণে, যে আনন্দ জাগে প্রাণে,  
সে আনন্দ-সীমা নাহি জানি ।

তেমতি তোমার কথা মধুর ভারত-গাথা,  
জাহ্নবীর ধারা যেন ছুটে ।

জগত প্লাবন করি, ধায় বেগে সেই বারি,  
স্বতি পটে সে লহরী ফুটে ।

তা'র কূলে কূলে বসি', লক্ষ লক্ষ বায় তাসি,  
লক্ষ লক্ষ ধ্যান-মগন ।

সেই স্রোত মাঝে কেহ, কৃত স্নান দিব্য দেহ,  
দিব্যজ্ঞান দিব্য প্রাণ-মন ।

যেন,—

সংসার-সংগ্রাম জয় করিয়া সাধক,  
ললাটে পরিয়া শুভ বিজয়-তিলক,  
দিব্য-বেশ-গন্ধ-মাল্য দিব্য-দরশন,  
দিব্যালোক-দীপ্তলোকে করে বিচরণ ।

তিলকের স্মৃতিতীর্থে সকল ভারত,  
স্নাত, শুদ্ধ, লুপ্ত-দ্বন্দ, বদ্ধ যুগপৎ

একস্থত্রে, মহারাষ্ট্র-নীতির শৃঙ্খলে,  
 মিলিল ইসলাম্-বেদ ভেদ-দ্বন্দ্ব ভূলে ।  
 কহিলা, ইসলাম্ ডাকি, রে আৰ্য্য ভারত,  
 ‘মাইভে’, হইবে দুঃখ দূর অচিরাৎ ।  
 হইবে গোহত্যা যত লুপ্ত ধরা হতে  
 জাগিবে বিরাটশক্তি সমগ্র জগতে ;  
 যা’র স্তম্ভ আশৈশব কর সুখে পান,  
 পশু নহে, সে মানবী-মায়ের সমান ।  
 কি প্রচ্ছন্ন গুঢ়রূপে করে বিচরণ,  
 বন্ধের পীযুষ-রসে রাধেরে জীবন ;  
 স্ত্রী’রে মারি মাতৃ-বধ কেনরে করিস্ ।  
 অনন্ত নরকে, হায়, ডুবিয়া মরিস্ !

কাঁদিয়া ইসলাম্ কহে স্তম্ভুর গান্ধারে,—  
 “গো-ব্রাহ্মণ-বেদ-হিংসা, না করিস্ ওরে ।  
 স্ত্রী’র প্রতিধ্বনি ছুটে দাক্ষিণাত্য হতে,  
 নিজাম কহিছে ডাকি “কি কাজ হিংসাতে !  
 এ নহে হিংসার ভূমি, মহাতীর্থ স্থল,  
 প্রতি ধূলিকণা যা’র ধরে মহাবল !

প্রতি ধূলিকণা গর্ভে সাধু মহাজন,  
ওরে, রে, করিয়া আছে, আপন গোপন !  
কোথায় ফেলিবি পদ, অতি-দর্প-ভরে,  
ছড়াবি কলুষ বল, কোথা কা'র শিরে ?  
আর না,—আর না, ওরে, আয়, ফিরে আয়,  
বিলাস-লালসে আর, আর না রে, আয় ।

জীয়াতে পার না যা'রে, তারে কেন মার,  
অপরের নাশে হিত, কিবা আপনার ?  
হিতে কর বিপরীত লালসার বশে,  
আর না মজিস, ওরে, পরহিংসা-দ্বেষে ।  
যে যাহারে মারে, পরে, সে মারে তাহায়,  
যে যাহারে খায়, পরে, সেই তা'রে খায় ।  
ছাড়, ছাড়, রে মানব, বৃথা পশুঘাত,  
মুকমুঢ় জগতের লহ আশীর্বাদ ;  
বিজয়ী হইবে তবে জীবন-সংগ্রামে,  
লভিবে পরম শান্তি-পদ পরিণামে ।”

নিরস্ত্র ইসলাম ভূমে ফেলিলা কুপাণ,  
‘জয় তিলকের জয়’ ঘোষে মুসলমান ।



পুলকে শিহরে স্বর্গ, কাঁপে নরক,  
 রাক্ষস পলায় ত্রাসে, নাচে রে সাধক !  
 সহস্র সহস্র কণ্ঠে উঠে জয়নাদ,  
 দেবতা বিশ্বয় মানে, দানব প্রমাদ !  
 তাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড টলে, তরঙ্গ উত্তাল,—  
 সহস্র সহস্র করে নাচে করবাল,  
 নাচে, চমকে শূত্রে, ঝলসে ঝমকে,—  
 ছুটে লক্ষ লক্ষ উল্লা পলকে পলকে !  
 সহস্র নয়নে রোষে করে নিরীক্ষণ,  
 কটাক্ষে প্রলয় করে, কটাক্ষে সৃজন ;  
 চন্দ্র সূর্য্য পদনিমে পুলকে শিহরে,  
 জাহ্নবীর ধারা, ধীরে, পদচুম্বি' ঝরে ;  
 নিশ্বাসে অসংখ্য বিশ্ব করে উদ্‌গীরণ,  
 প্রশ্বাসে প্রলয়-গর্ভে করে নিক্ষেপণ ;  
 ক্রীড়া কন্দুকের মত, চন্দ্র সূর্য্য লয়ে,  
 নাচে, বিশালছাতি হেলিয়ে ছলিয়ে ;  
 ভক্তেরে অভয় দেয় বরাভয় করে,  
 পাষাণের কেশ ধরি আকর্ষণ করে,  
 নাচে, নাচে, রুদ্ধ—বিরাট পুরুষ,  
 নাচে, নাচে, ওই, নাশিগা কলুষ ;



যেমতি সকল নদী,                      বহি' বহি' নিরবধি  
এক মহাসাগরে মিশায় ।

তেমতি সকল শক্তি,                      যত তর্ক যত যুক্তি,  
প্রেমমহাসিন্ধু পানে ধায়।

সেই প্রেম-মহাসিন্ধু,                      জয় নদীয়ার ইন্দু,  
পতিত-পাবন গুণধাম ।

আচণ্ডালে দিলা কোল,                      মুখে 'হরি, হরি' বোল  
বিনামূলে বিলাইয়া 'নাম',

“আবারো আসিবো” বলে                      কেঁদে কেঁদে গেছে চলে,  
হায়, ফিরে এলোনা, সে আর ।

আবারো এস গো ফিরে,                      লয়ে গঙ্গাধর, শিরে,  
সেই মহা-প্রেম-অবতার ।

ডাকিতে ডাকিতে য়ারে,                      চলে গেলে পর-পারে  
এসো ফিরে লয়ে তাঁরে, এসো মহাপ্রাণ !

ব্যাকুল জগত তরে                      আন ফিরাইয়া তাঁ'রে  
ভেদ-দ্বন্দ্ব-বন্দ-রণ হোক অবসান ।













